অন্তর্জালের নাগরিক

এইচ আল বান্না

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

কবির কথা

কবিতার জগৎটাকে আমি সবসময় একটা ঘোরলাগা পরাবাস্তব জগতের মতোই মনে করেছি। অথচ এটা এত বেশি বাস্তব, এত বেশি বাস্তবতার নির্যাস– যে কখনো কখনো আমরা এটাকে নিতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি কবিতা লেখা হয় না, বা লেখা যায় না। আমরা যেটুকুই লেখতে পারি সেটা কেবল কবিতাকে মানুষের প্রচলিত শব্দে অনুবাদ করার মতো এবং আর সব অনুবাদ সাহিত্যের মতোই মনের ভাবটা আসলে শতভাগ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

কিছু কিছু কবিরা সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেন। তাদেরকে আমার খুব শ্রদ্ধা হয়, মন চায় তাদের শব্দগুলোতে ভর করে মনের গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে ঘুরতেই থাকি, ঘুরতেই থাকি।

আমি কবিতাগুলোতে আসলে সময়ের জাবর কেটেছি। আমার শৈশবের কোনো একটা মুহূর্ত মগজের অচেনা কোনো গলিতে কুয়াশার মতো ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমি তাকে ধরে এনে শব্দের অনুবাদে সাজিয়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমার সংকট, আসলে আমার সময়ের সংকট, জীবনের সংকট, কেবল সংকটই নয় সহস্র সম্ভাবনা, আনন্দ অনুভূতি, বিপ্লব, ব্যর্থতা আর বেদনাময় স্মৃতিগুলো যখনই ধরা পড়েছে, তারা কবিতা হয়ে গেছে আনমনে।

কবিতা অন্যদের কাছে যতটা চেতন, আমার কাছে ততটাই অবচেতন। মাঝে-মাঝে আমার কবিতাকে আমিই চিনি না, অনেকটা সন্তানের মতো, মাঝে যেমন অচেনা লাগে তেমনই, আমার মাথায় এরা ছিল, এরা থাকতে পারে!

তারপর আমি নিশ্চিত হই– আমি কবিতা লিখি না, আসলে কবিতাই আমাকে লিখে।

আমি ভীষণ রকমের এলোমেলো মানুষ। জাগতিক সব বিষয়ে আমি খুব এলোমেলো। তবে আমার চিন্তার দুনিয়াতে এসব এলো হাওয়ার অনুপ্রবেশ ঠেকিয়ে রাখি। কিন্তু সেই চিন্তাগুলোকে লিখে একত্রিত করে কোথাও রাখিনি। আনিসুল হক শাকিলের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা। পুরো পাণ্ডুলিপিটা সে গুছিয়ে না দিলে হয়ত গ্রন্থ জগতে আমার প্রবেশে আরও অনেকটা দেরি হয়ে যেত। বিয়ের পর দিন থেকেই বউ আমাকে চাপে রেখেছে– যেন বইটি আমি এ বছরই বের করে ফেলি। তার ক্রমাগত ভালোবাসার চাপ বইটিকে আলোর মুখ দেখাল।

এইচ আল বান্না
উত্তরা, ঢাকা।
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

সূচিপত্র

১১	জনক
১২	শুধু পথ
১৩	দেশ আজ এক মহা সার্কাস
১৪	কালের পদচিহ্ন
১৫	কারখানা
১৬	চলমান
১৭	বেদুইন
১৮	চেনা শব্দের প্রতিলিপি
১৯	শুনবে না কেউ এ গান
২০	চিলেকোঠায় পৃথিবী
২১	সেই খাঁচাতে
২২	চমকে উঠার প্রতীক্ষায়
২৩	এবার স্বপ্ন হাত ধরেছে
২৪	হে প্রিয়জন
২৫	জোয়ারের ডাকে
২৬	সুখের সাকিন সংহার
২৮	ঝড় দেখেছি
২৯	একটাই নির্ভরতা, খুব নিরাপদ
৩১	অগ্নিকন্যা কিংবা সর্বগ্রাসী চোরাবালি
৩২	যুগের দুরবিনে দেখা হয় তবু ভাগশেষ
৩৩	সবারই আছে–থাকবেই যুগে যুগে
৩৪	ভালবাসা তুমি নবজাতকের লাশ
৩৫	শেষ ক্লান্তির মখমল
৩৬	আগুনের ডানা
৩৭	আমি না থাকলে
৩৯	স্বাধীনতার খোলসে পরাধীনতা
৪০	ক'টি মাকড়সার জাল আছে
৪১	হলুদের গন্ধ ছিল নাকে লাগার মতো
৪৩	একুশ শতকে পাঞ্জেরি
৪৫	তবুও সমাধি প্রস্তুত হয়
৪৬	নবজাতক

যা চেয়েছিলাম বহুদিন আগে	৪৭
প্রবল ঝাঁকুনি	৪৮
জানি না হবে কিনা ফেরা	৪৯
সবাই এমন ভাবে	৫০
অনাগত সময়	৫১
লেখালেখি	৫২
নৈশ শব্দাবলি	৫৩
মোটের উপর আমরা এখন খার	৫৪
আরও কতটা তোমাদের হলে	৫৫
ঈদ সত্যি কোথায় লুকিয়ে?	৫৬
আসলে আমি রয়ে যাব তোমাদে	৫৭
উধাও	৫৯
একটা বৃষ্টি	৬০
মানি না	৬১
শবের মিছিল আশ্রয়হীন	৬২
কেবল দেহের গোলাম	৬৩
যুগের কলম	৬৪
মৃত্যুর গান	৬৫
সময়ের শোক	৬৬
পুরোটাই একটা কবিতা	৬৭
সেই তোরা!	৬৮
অসহিষ্ণু পৃথিবী ও একজন	৬৯
আরও কতকাল	৭০
শেষ হওয়ার অপেক্ষায়	৭১
পিছু পিছু চলা বন্দি	৭২
অন্ধ আমি	৭৩
এখনও কত বাকি	৭৪
কান পেতে যদি শোনো	৭৫
ফিরদাউসের সুর	৭৬
স্মৃতি হয়ে গেছি ঠিকই	৭৮
অন্তর্জালের মরফিন	৭৯
গুলির শব্দ	৮০

জনক

সময়ের বিক্ষিপ্ত প্রহরে তোমার চামড়াগুলো কুঁচকে যেতে দেখেছি
দেখেছি একটি একটি করে ধীরে সাদা হতে থাকা দাড়ি গোঁফ
এই সেইদিনও আমি তোমাকে দেখেছি সবুজ লতার মতো স্নিগ্ধ
ছিলে টগবগে এক তরুণ, কবে যে পৃথিবী কক্ষপথের বেড়াজালে জড়াল
তোমাকে এবং আমার ছোট্ট হয়ে থাকা শিশুকালটাকে, টেরই পেলাম না।

আমার লাল সাদা পোশাকে তোমাকে চুম্বন দিতে লক্ষ বছরের তৃষ্ণায়
বুক ফেটে চৌচির হয়, ইস! আবার যদি নির্ভাবনায় তোমার আঙুল ধরে
আমাদের সেই দিনগুলো আমাদের মাঝেই আসত ফেরত অথবা সত্যি
বারবার আমি হাসলে তুমিও হাসতে, হাসতে তুমিও নানান সকল প্রশ্নে
কত জ্বালাতন সকাল দুপুর, সন্ধ্যা রাতের মধ্যখানেও, কত জ্বালাতন আহা!!

প্রচ্ছন্ন বিকেল, কোথাও আমি ও তুমি, জড়িয়ে আমার নরম দুহাত,
শক্ত করে বসিয়ে দিতে কাঁধে অথবা বাঁদরের মতো ঝুলে ঝুলে বাহুতে
একদিন চোখ মেলে দেখি, একাকী আমি, তুমি বহুদূর!
দিনগুলো কেন দূরে চলে যায়, কোথায় হারায়? কেউ কি বলবে আমায়?
কোথায় তাদের ঠিকানা? কোথায় গেলে আবার পুরোনো সেই পোস্ট অফিস পাব?
কোথায় চিঠি হাতে সেই বাউন্ডারি লাগোয়া পাটকাঠি পিয়ন? হাঁক ছেড়ে ডাকে?
সেই পরিচিত প্যাডে পরিচিত ঘ্রাণে হাতের লেখায়, মশারি টানানোর উপদেশ।
একটা চুম্বনের অপেক্ষায়, আরও কত শত বছর যাবে আমার? আমাদের?

২৯ *অক্টোবর* ২০১৩

শুধু পথ

বসেছিনু আঁধারের সুনিপুণ কারুকার ঘরে
যেখানে চাঁদ কেবলই ডুবিয়া মরে
আমাদের কতকাল বহমান রহিয়াছে বেদনার তরে
কে আর আছে আজ দুই হাতে সিনা চেপে ধরে?

এই দেশ পিচ-পথ মহাদেশ থেকে মহাশেষে
কে গিয়াছে? কার দুঃখ ব্যথাগুলো গিয়াছিল ভেসে?
ক্লান্তির সুনিবিড় ছায়ানীড় কথাগুলো
টলমল পুকুরের পাড়ে
ঘাটলার জটলার সংসার জুড়ে সব
জোনাকিরা আলো ডিম পাড়ে।

বেহুদা বণিকদল সাজিয়েছে পণ্যের ঘর
এসময় আকাশের তারাগুলো সন্ধ্যের পর
থেমে থেমে ঝরে পড়ে দূরে কোনো শস্যের খেতে
কুয়াশা পড়েনি তাই স্বচ্ছ অন্ধকার
দিয়াছিল আমাদের যেতে।

শুধু পথ আরও কত পথ আর ঘাস ছোঁয়া বাকি...
হুট করে চুপ হলে ছুঁবে কে গো...
তার পানে পথ চেয়ে থাকি।

১০ আগস্ট ২০১৩

দেশ আজ এক মহা সার্কাস

এখানে মৃত্যু নেশায় মাতে, মাতালের মতো খুনের উৎসব হয়,
ছিন্নভিন্ন হয় মানব শরীর
পুরো দেশ আজ এক মহা সার্কাস...

যখন ওরা আবুবকর, জোবায়েরকে বুলেট দিয়ে নিশ্চুপ করে দিলো
আমি কিছু বলি নাই কারণ, আমি প্রাইভেট ভার্সিটিতে পড়ি
পাবলিকের পোলাপাইন মরলে আমার কী?
যখন ওরা মাসুদকে মেরে ফেলল ইসলামপন্থী বলে
আমি বা আমরা কোনো প্রতিবাদ করিনি কারণ, আমি ইসলামপন্থী নই, সুশীল।

যখন ওরা ইহসানকে ধরে নিয়ে গিয়ে ভাঙচুরের মামলায় কারাগারে নিল
আমরা ভেবেছি লাল পিঁপড়া কামড়ালে কিছু নিরপরাধ পিঁপড়াও শাস্তি পায়
আমি তো ওই ভাঙচুরে ছিলাম না, এমনকী রাজনীতিও পছন্দ করি না।
যখন ওরা মিছিল নিয়ে বৌদ্ধদের ওপর হামলা করল
আমি কিছুই বলিনি, আমি তো বৌদ্ধ নই, ওদের জন্য আমার কীসের মায়া?
যখন ওরা চাপাতি হাতে বিশ্বজিতকে কুপিয়ে মানবতাকে ধর্ষণ করল
তখনো আমি নিশ্চুপ কারণ, বিশ্বজিত আমার কে? তা ছাড়া সে হিন্দু।
যখন তারা আমাকে ধরল এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাল...
আমি কেবল একটি মাংশপিণ্ডে পরিণত হলাম...
চারিদিকে ফ্ল্যাশ, স্টিল পিকচার আর ভিডিও জমা হতে লাগল...
সাংবাদিকদের ভাগাড়ে জমা হতে থাকল উন্নত খোরাক।
চ্যানেলগুলো আমার মৃত্যু উদ্‌যাপন করতে লাগল।
আমার জন্য আর কেউ রইল না– বলার জন্য আমিও আর বেঁচে রইলাম না।

(মার্টিন নেইমলের কবিতা 'First they Came'*-এর ভূত যখন আছর করেছিল)*
১১ ডিসেম্বর ২০১২

কালের পদচিহ্ন

আমাদের পৃথিবী এইভাবেই বহুকাল, ছড়ানো শস্যের মাঠে ইঁদুরের ছুটোছুটি,
ভরা পুকুরে জমাট বাঁধা কুয়াশার স্তূপ, চারিপাশে ছাইরঙ্গা সন্ধ্যার আনাগোনা,
সবুজেরা রং ভুলে ফ্যাকাশে হতে থাকে চাঁদের আলোয় রাতের আয়োজনে।
কুকুরমুখো বাদুরেরা উলটো ঝুলে স্টেডিয়াম থেকে ফেরার পথে লম্বা গাছে
এবার দেখেছি গাছটি নেই, কোনো নিষ্ঠুর কাঠুরের ধারে যবনিকা জীবনের।

গিয়াছিল কালের ওপারে অগণন পূর্বপুরুষেরা, পৃথিবীকে তার মতো ফেলে
আমরণ বসন্তের অপেক্ষায় ছিল কত যুবকেরা এইখানে, ঠিক এইখানেই।
কত কত ভ্রমর কালো দিঘল চুল পড়ে আছে আজকের ব্যস্ত পায়ের তলায়,
কত স্বপ্নিল বুক বেঘোরে ঘুমায়- সহস্র বছরের প্রলম্বিত ক্লান্তির রূপ মেখে
শতকের ছায়া মেপে, গিয়াছিল লোকে ক্ষেপে, এই সুখ-গান মেলা রেখে।
পায়ে পায়ে হারিয়েছে কত বছর, শতাব্দীর ছাল উঠে গেছে বহুদিন আগে
মেঘের তলে এই শীতল দুনিয়ায় কত কথা, হাসি-দুখ, অভিমান স্রষ্টার সাথে
জগতের এত মায়া, এত কিছু আছে তবু, কিছু নেই, নেই বলে নেই কিছু
আমি আছি আমি নেই, সবই রবে যেই সেই, নীল আকাশ, নদী-জল সব।
রেখে গেলাম, সেই সব, রেখে গেছে যা কিছু অতীতেরা ভঙ্গুর কি-বা মজবুত।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১২